চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডের চরিত্র

নারী চরিত্র

দেব খণ্ড

১] চণ্ডী : দেবী চণ্ডীকে এই কাব্যে তিনরূপে দেখতে পাওয়া যায় - সতী, পার্বতী এবং দেবী চণ্ডিকা। কালকেতু আখ্যানে দেবী চণ্ডীর গোধিকারূপ ধারন ও ধন প্রদানের ঘটনা সকলেরই জানা।

২] ছায়া : নীলাম্বর পত্নী, মর্ত্যে ফুল্লরা রূপে জন্ম নেয়।

৩] গঙ্গা : দেবী চণ্ডীর সতীন রূপে অঙ্কিত।

আখেটিক খণ্ড

১] ফুল্লরা : কালকেতু উপাখ্যানের প্রধান নারী চরিত্র। ব্যাধ কালকেতুর স্ত্রী। উপাখ্যানের সবথেকে জীবন্ত চরিত্র।

২] নিদয়া : কালকেতুর মা, ধর্মকেতুর পত্নী। নিদয়াই ফুল্লরাকে পছন্দ করে নিজ পুত্র কালকেতুর সঙ্গে বিবাহ দেয়।

৩] মুরারির স্ত্রী : বণিক মুরারির এই স্ত্রীটি বেশ চতুরা এমনকি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্না।

পুরুষ চরিত্র

দেব খণ্ড

১] শিব : দেবখণ্ডের প্রধান পুরুষ চরিত্র। শিব চরিত্রের দুটি দিক রয়েছে। এক পৌরাণিক শিব, দুই দরিদ্র-বয়স্ক ভিখারি শিব।

২] দক্ষ : সতীর পিতা দক্ষ, কাহিনি পুরাণ অনুসারী।

৩] নীলাম্বর : নীলাম্বর ইন্দ্রপুত্র। মর্ত্যে কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আখেটিক খণ্ড

১] কালকেতু : মহাবীর কালকেতু আখেটিক খণ্ডের প্রধান পুরুষ চরিত্র। বলিষ্ঠ এই বীর আসলে স্বল্পবুদ্ধির মানুষ। দেবীর সহায়তাতেই তার ধনপ্রাপ্তি, গুজরাট নগর পত্তন এবং রাজপদে সমাসীন।

২] ধর্মকেতু : ইনি কালকেতুর পিতা। বৃদ্ধ বয়সে পত্নী নিদয়াকে নিয়ে কাশীবাসী হয়েছে।

৩] মুরারি শীল : এককথায় মুরারিশীল বণিক এবং সুদের কারবারি। দেবীর দেওয়া আংটির মূল্য নির্ধারনের সময় আংটিটিকে পিতলের বলে হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দা করেছিল সে। সে আসলে খল -চতুর।

৪] বুলান মণ্ডল : গুজরাট নগরের লোকেদের প্রতিনিধি সে। নতুন রাজা কালকেতুর কাছে সে সম্মান পায়। সে কলিঙ্গের চাষি প্রজাদের নেতৃস্থানীয়।

৫] ভাঁড়ু দত্ত : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কালকেতুকে বিপদে ফেলতে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল সে। বাজার থেকে তোলা আদায়, নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলে প্রতিপন্ন করা, সর্বসুখ লাভ তার চরিত্রের বিশেষ নির্ণায়ক দিক।

৬] কলিঙ্গরাজ : কালকেতু গুজরাট রাজ্য পত্তন করলে পাশের রাজ্য কলিঙ্গের রাজা গুজরাট আক্রমণ করে।